দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ৭ লাখ ছাত্রী ক্লাস করছে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষাদান কর্মসূচীর অধীনে এ বছর জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৬ লাখ ৬৭ হাজার ২৯০জন ছাত্রীকে ২৯ কোটি ৭০ লাখ ৫২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকগণ বলেছেন, প্রকল্পের অধীন স্কুল ও মাদ্রাসায় শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করেছে। ছাত্রী ভর্তির সংখ্যাও আশানুরূপ বেড়েছে। কোথায়ও কোথায়ও তা দ্বিগুণ/তিনগুণ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ জুনে সম্পন্ন হয়েছে।

পৌর এলাকার বাইরে ৪৬০টি গ্রামীণ থানার ১১ হাজার ৩৪১টি স্কুল ও মাদ্রাসায় এই কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নোরাডের অর্থসাহায্যে মেয়েদের বিনাবেতনে শিক্ষার জন্য এই কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। শর্তাধীনে এ বছর ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মাথাপিছু যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৬০ টাকা হারে এ উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে ৭ম শ্রেণীতে ৬০ টাকা হারে প্রতি ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। ৯৬ সালে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সব ছাত্রীকে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া এ বছর থেকেই নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের বই কেনা ও পরীক্ষার ফী বাবত বাৎসরিক এককালীন আড়াইশ টাকা করে দেয়া হচ্ছে।

দেশের ৪৬০টি গ্রামীণ থানাকে চারটি প্রকল্পে বিভক্ত করে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর পরিচালকরা জানান, এ কর্মসূচীর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে একজন অভিভাবক তার মেয়েকে উর্ধ্বে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়েই বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। শর্তাধীনে উপবৃত্তি কর্মসূচীর ফলে বাল্য বিবাহের এ প্রথা অধিকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে। তাদের মতে সরাসরি ছাত্রীদের নামে একাউন্ট খুলে টাকা দেয়ার জন্য অনেক ছাত্রী

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ৭ লাখ ছাত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতি মাসে সব টাকা না তুলে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলছে। প্রকল্প সূত্র মিডিয়া সিন্ডিকেটকে জানিয়েছে যে, এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৪৬০টি থানা এবং প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়গুলোতে প্রায় ২ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া নতুন ছাত্রী ভর্তির কারণে স্কুলগুলোতে শিক্ষকের শূন্য পদে আরও বহুসংখ্যক শিক্ষকের কর্মসংস্থান হয়েছে।